



163948 - "আমিতার করণ হয়ে যাই" এই হাদসিটি বুঝার ক্ষেত্রে সলফে সালহীনরে অনুসৃত পদ্ধতি এবং এ বিষয়ে ইতিহাদিয়া সম্প্রদায়ের দৃষ্টিভঙ্গি অর্জন।

প্রশ্ন

আল্লাহ তাআলা হাদসি কুদসিতে বলেছেন- "যখন আমি তাকে (বান্দাকে) ভালবাসিতখন আমি তার কান হয়ে যাই, যখন কান দিয়ে সে শুনবে। আমি তার চোখ হয়ে যাই, যখন চোখ দিয়ে সে দেখবে। আমি তার হাত হয়ে যাই, যখন হাত দিয়ে সে ধরবে। আমি তার পা হয়ে যাই, যখন পা দিয়ে সে হাঁটবে।" এমতাবস্থায় আমরা স্রষ্টি ও সৃষ্টি একই সত্তা এই মতাদর্শ এবং আল্লাহর গুণাবলী সম্বলিত আয়াতসমূহের ব্যাপারে আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাতাতের অনুসৃত পদ্ধতির মাঝে কভিবে সমন্বয় করব? আশা করি আপনারা বিষয়টি বিস্তারিতভাবে আলোচনা করবেন; আল্লাহ আপনাদের সম্মান বৃদ্ধি করুন। কারণ আল্লাহর গুণাবলীকে অস্বীকারকারী সম্প্রদায় আল্লাহর নাম ও গুণাবলীর ক্ষেত্রে সলফে সালহীনদের অনুসৃত পদ্ধতিকে এই বলে প্রশ্নবদ্ধি করে যবে, আমরা যদি আল্লাহর গুণাবলী সম্বলিত আয়াত ও হাদসিকে মূল অর্থে গ্রহণ করি এতে করে স্রষ্টি ও সৃষ্টি এক সত্তা- এ দৃষ্টিভঙ্গি অনবির্ঘ্য হয়ে যায়।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

এক:

আল্লাহর গুণাবলীর ক্ষেত্রে আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাতাতের দৃষ্টিভঙ্গি হলো- কুরআন ও হাদসি দলীল ছাড়া আল্লাহর জন্য কোন গুণ বা বৈশিষ্ট্য সাব্যস্ত করা যাবে না। কুরআন ও হাদসি আল্লাহর যসেব গুণের উল্লেখ রয়েছে তাঁর জন্য শুধু সের গুণগুলো সাব্যস্ত করতে হবে এবং কোন মাখলুকের সাথে আল্লাহর গুণ বা বৈশিষ্ট্যের সাদৃশ্যতাকে দৃঢ়ভাবে অস্বীকার করতে হবে। যহেতে আল্লাহ নজিহে বলেছেন- **لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ** অর্থ- "তাঁর মত কিছুই নাই।" এটি মুমাচ্ছলি (সাদৃশ্যবাদী) সম্প্রদায়ের মতাদর্শের বপিক্ষে দলীল। কোন কোন আলমে এদেরকে মুশাব্বহি (উপমাবাদী) বলে আখ্যায়িত করে থাকেন। এ আয়াতের পরবর্তী অংশ হচ্ছে- **وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ** অর্থ- "তিনি হচ্ছে সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টি।" [সূরা শুরা, আয়াত: ১১] এ অংশে মুআত্তলি (নিরাকারবাদী) মতাদর্শের বপিক্ষে দলীল রয়েছে। যারা বিশ্বাস করেন যবে, নামের মধ্যে সাদৃশ্য থাকা অস্তিত্বের মধ্যে সাদৃশ্য থাকাকে অনবির্ঘ্য করে।

আমরা 155206 নং প্রশ্নের জবাবে আল্লাহর নাম ও গুণাবলী বিষয়ক কিছু গুরুত্বপূর্ণ নীতিমালা উল্লেখ করেছি। আপনি সের



নীতগিলো পড়ে নতি পাননে। 34630 নং প্রশ্নের জবাবে আল্লাহর নাম ও গুণাবলীর প্রতি ঈমান সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। সেখানে আল্লাহর নাম ও গুণাবলীর ক্ষেত্রে পরহিরাযোগ্য তাহরফি (গুণকে বর্জিত করা), তা'লি (গুণকে অস্বীকার করা), তামছলি (মাখলুকরে গুণের সাথে সাদৃশ্য দায়ো) ও তাকয়ফি (গুণ বা বশেষ্টয়রে অবয়ব নির্ধারণ করা) এ চারটি বিষয়ের বিস্তারিত ব্যাখ্যা পশে করা হয়েছে। যবে বা যারা এ চারটি নিষিদ্ধ বিষয়ে লিপিত হবনে তিনি আল্লাহর নাম ও গুণাবলীর প্রতি যতোবে ঈমান আনা ওয়াজবি সতোবে ঈমান আননেন। শাইখ ইবনে উছাইমীন (রহঃ) তাঁর লখিতি আল-কাওয়াদে আল-মুছলা ফি সফিতল্লাহি ওয়া আসমাইহলি হুসনা গ্রন্থে এ সংক্রান্ত বশেকছি বধি উল্লখে করছেন। বইটি নমিনোকত লঙ্কি পাওয়া যাবে। এছাড়া শাইখ আলাবি বনি আব্দুল কাদরে আল-সাক্কায়ফ (হাঃ) তাঁর লখিতি সফিতুল্লাহি আয্যা ওয়া জাল্ল ফলি কতিব ওয়াস সুন্নাহ নামক কতিবে আল্লাহর গুণাবলী সম্পর্কতি একুশটি নীতি উল্লখে করছেন।

দুই:

প্রশ্নকারী যবে হাদিসটি উল্লখে করছেন তা আবু হুরায়রা (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত হাদিস। তিনি বলেন: রাসূল (সাঃ) বলছেন: "আল্লাহ তাআলা বলেন- যবে ব্যক্তি আমার কোন ওলরি সাথে শত্রুতা পেষণ করে আমি তার বিরুদ্ধে লড়াই ঘেষণা করি। আমার বান্দার প্রতি যা ফরয করছে তা দ্বারাই সে আমার অধিক নকৈট্য লাভ করে। আমার বান্দা নফল ইবাদতরে মাধ্যমেও আমার নকৈট্য হাছলি করতে থাকে। অবশেষে আমি তাকে ভালবসে ফলে। যখন আমি তাকে ভালবাসি তখন আমি তার করণ হয়ে যাই, যা দয়ি সে শুনবে। আমি তার চক্ষু হয়ে যাই, যা দয়ি সে দেখবে। আমি তার হাত হয়ে যাই, যা দয়ি সে ধরবে। আমি তার পা হয়ে যাই, যা পা দয়ি সে চলাফরো করে। সে আমার কাছে কছি প্রার্থনা করে, আমি তাকে তা দই। সে যদি আমার নকিট আশ্রয় চায়, তাহলে আমি তাকে আশ্রয় দই। [সহীহ বুখারী, হাদিস নং- ৬১৩৭] এখানে আমরা একটা বিষয়ে প্রশ্নকারীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। সটো হলো এই হাদিস দয়ি হুলুলিয়া সম্প্রদায় তাদের ভ্রান্ত বিশ্বাসের পক্ষযে দলীল দয়ি থাকে; ইততহাদিয়া সম্প্রদায় নয়। ইততহাদ ও হুলুল এর মধ্যে পার্থক্য জানার জন্য 147639 নং প্রশ্নের জবাব দেখুন। হুলুলিয়াগণ বলেন যবে, এই হাদিসটি প্রমাণ করে যবে - স্রষ্টি ও সৃষ্টি একই সত্তা। যখন বান্দা ফরয ইবাদতরে মাধ্যমে আল্লাহর নকৈট্য হাছলি করে নেয় তখন আব্দ নজিহে মাবুদ হয়ে যায় (আল্লাহ কষমা করুন)। আব্দ নজিহে আল্লাহর করণ দয়ি শুনবে, আল্লাহর চক্ষু দয়ি দেখবে। অর্থাৎ খালকে ও মাখলুক একীভূত হয়ে এক জনিসি পরিণিত হয়ে যায়। এ ধরনের বিশ্বাস নঃসন্দহে ইসলাম বনিষ্টকারী কুফরি বিশ্বাস। যবে হাদিসটি দয়ি তারা দলীল দচ্ছনে খোদে সে হাদিসই তাদের বিপক্ষযে দলীল। যহেতে সে হাদিসে খালকে ও মাখলুক এর দুইটি সত্তা সাব্যস্ত করা হয়েছে এবং উভয় সত্তার মধ্যে পার্থক্য করা হয়েছে। আবেদে ও মাবুদের দুইটি সত্তা সাব্যস্ত করা হয়েছে এবং উভয় সত্তার মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করা হয়েছে। মুহবিব ও মাহবুবের দুইটি সত্তা সাব্যস্ত করা হয়েছে। প্রার্থনাকারী ও সাড়াদানকারীর দুইটি সত্তা সাব্যস্ত করা হয়েছে। হাদিসের মধ্যে এমন দলীল পাওয়া যায় না- যা প্রমাণ করে যবে, তারা উভয়ে একই সত্তার অধিকারী।



ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) বলেন: ইতহাদিপন্থী নাস্তকিগণ তাদের মতাদর্শের পক্ষে এই দলীল উল্লেখ করেন যে, আমি তার করণ, আমি তার চক্ষু, আমি তার হাত, আমি তার পা।" প্রকৃতপক্ষে কয়কেটি দিক হতে হাদিসটি তাদের বপিক্ষে দলীল: হাদিসে বলা হয়েছে- "যে ব্যক্তি আমার কোন ওলির সাথে শত্রুতা পোষণ করে আমি তার বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঘোষণা দাই।" অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা শত্রুও সাব্যস্ত করছেন, ওলি (বন্ধু)ও সাব্যস্ত করছেন। তিনি নিজেরে জন্য এটাও সাব্যস্ত করছেন, ওটাও সাব্যস্ত করছেন।

অনুরূপভাবে হাদিসে এসেছে- "আমি যা ফরয করছি সটোর মত অন্যকিছু দিয়ে বান্দা আমার নকৈট্য হাছলি করতে না।" অর্থাৎ আল্লাহর নকৈট্য প্রাপ্ত বান্দা ও বিভিন্ন ইবাদত ফরযকারী প্রতাপালক সাব্যস্ত করা হয়েছে। হাদিসে আরো এসেছে- "আমার বান্দা উপর্যুপরি নিফল ইবাদত করতে থাকে। এক পর্যায়ে আমি তাকে ভালবাসি।" অর্থাৎ 'নকৈট্য লাভকারী ও যার নকৈট্য লাভ করা হয়' সাব্যস্ত করা হয়েছে। মুহবিব ও মাহবুব সাব্যস্ত করা হয়েছে। এ দলীলগুলো তাদের একক অস্তিত্বেরে মতাদর্শকে অপনোদন করে দেয়। হাদিসে আরো এসেছে- "আমি তাকে ভালবাসতে থাকি। একপর্যায়ে আমি তার করণ হয়ে যায়, যে কান দিয়ে সে শুনবে। আমি তার চক্ষু হয়ে যায়, যে চক্ষু দিয়ে সে দেখবে।" অর্থাৎ আল্লাহর ভালবাসা প্রাপ্তির পর বান্দার জন্য এ বিষয়গুলো সাব্যস্ত করা হয়েছে। কিন্তু ইতহাদিয়াদের মতে আল্লাহর ভালবাসা পাওয়ার পরের অবস্থা ও আগের অবস্থা অভিন্ন। [মাজমু' ফাওয়া (২/৩৭১, ৩৭২)

ইবনে তাইমিয়া আরো বলেন: হাদিসের পরের অংশে আল্লাহ তাআলা বলেন-

وَلَمَّا سَأَلَنِي لَأَعْطِيَنَّهُ وَلَمَّا اسْتَعَاذَنِي لَأَعِيذَنَّهُ

অর্থ- "যদি সে আমার নকিট কোন কিছু প্রার্থনা করে আমি তাকে সটো দান করি। যদি সে আমার কাছে আশ্রয় চায় আমি তাকে আশ্রয় দান করি।" এখানে প্রার্থনাকারী ও প্রার্থনাগ্রহণকারীর আলাদা সত্তা সাব্যস্ত করা হয়েছে। আশ্রয়প্রার্থী ও আশ্রয়প্রদানকারীর আলাদা সত্তা সাব্যস্ত করা হয়েছে। বান্দাকে আশ্রয়প্রার্থী সাব্যস্ত করা হয়েছে। আর প্রতাপালককে আশ্রয়প্রদানকারী সাব্যস্ত করা হয়েছে। এই হাদিসে মহান কিছু উদ্দেশ্যেরে সন্নিবেশে ঘটছে। [মাজমুল ফাতাওয়া ১৭/১৩৪]

ইবনে হাজার (রহঃ) এই হাদিসেরে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন: এই হাদিসটির অর্থ বুঝার ক্ষেত্রে কয়কেটি দৃষ্টিভিঙগি থাকতে পারে। তবে যে দৃষ্টিভিঙগি থেকেই দেখা হোক না কেন এই হাদিসে ইতহাদিয়া বা ওয়াহদাতুল ওজুদ (একক অস্তিত্ববাদ) মতাদর্শীদের পক্ষে কোন দলীল নাই। যহেতু হাদিসের পরের অংশে এসেছে- "যদি বান্দা আমার কাছে প্রার্থনা করে, যদি বান্দা আমার কাছে আশ্রয় চায়।" অর্থাৎ হাদিসেরে এ অংশটি ইতহাদিয়া ও ওয়াহদাতুল ওজুদ মতাদর্শীদের বপিক্ষে সুস্পষ্ট দলীল। [ফাতহুল বারী ১১/৩৪৫]

ইমাম শাওকানী (রহঃ) ইবনে হাজার (রহঃ) এর এ উক্তিটি উদ্ধৃত করার পর বলেন: তিনি বাতলিপন্থীদের দলীল খণ্ডন করতে



গিয়ে হাদসিরে যে অংশটি উদ্ধৃত করছেন (যদি আমার কাছে প্রার্থনা করে, যদি আমার কাছে আশ্রয়প্রার্থী হয়) এর ব্যাখ্যা হলো এই যে, হাদসিরে এ অংশটি প্রার্থনাকারী ও প্রার্থনাগ্রহণকারীর আলাদা অস্তিত্ব সাব্যস্ত করে এবং আশ্রয়প্রার্থী ও আশ্রয়দাতার আলাদা অস্তিত্ব সাব্যস্ত করে। সম্ভবতঃ তিনি হাদসিটি নিয়ে যথোপযুক্ত চিন্তাভাবনা করেননি। যদি করতেন তাহলে তিনি শুধু প্রার্থনা ও আশ্রয়প্রার্থনার কথা উল্লেখ করতেন না। কারণ গোটো হাদসিটি তাদের বিরুদ্ধে দলীল। হাদসিরে বাণী: "যে ব্যক্তি আমার কোন ওলার সাথে শত্রুতা পোষণ করে।" এ অংশটি শত্রু, বিপক্ষ শত্রু ও শত্রুতার কারণে অস্তিত্ব সাব্যস্ত করে। অনুরূপভাবে বন্ধুত্বপোষণকারী ও বন্ধুত্বগ্রহণকারীর অস্তিত্ব সাব্যস্ত করে। অনুরূপভাবে যুদ্ধঘোষণাকারী ও যার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা হয় উভয়ের অস্তিত্ব সাব্যস্ত করে। যুদ্ধকারী ও যার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হয় উভয়ের অস্তিত্ব সাব্যস্ত করে। নকৈট্যলাভকারী ও নকৈট্যপ্রদানকারীর অস্তিত্ব সাব্যস্ত করে। বান্দা ও মাবুদরে অস্তিত্ব সাব্যস্ত করে। মুহবিব ও মাহবুবরে অস্তিত্ব সাব্যস্ত করে। এভাবে হাদসিরে শেষে পর্যন্ত। গোটো হাদসিটি ইত্তহোদয়ী সম্প্রদায়ের মতাদর্শের বিপক্ষে দলীল। কিন্তু তারা তা অনুধাবন করতে চায় না। বরঞ্চ আরো পরিস্কারভাবে হাদসি এসেছে- "মুমনিরে আত্মা কবজেরে ক্ষতেরে আম যিতবশৌ দ্বিধাগ্রস্ত হই অন্য কোন বিষয়ে আমি সরকম দ্বিধাগ্রস্ত হই না।" এই হাদসি- দ্বিধাগ্রস্ত ও যার ক্ষতেরে দ্বিধাগ্রস্ত দুইটি সত্তার অস্তিত্ব সাব্যস্ত করা হয়েছে। কর্তা ও কৃত দুইটি সত্তার অস্তিত্ব সাব্যস্ত করা হয়েছে। যে আত্মার ক্ষতেরে দ্বিধাগ্রস্ত অর্থাৎ মুমনি বান্দা ও যিনি দ্বিধাগ্রস্ত অর্থাৎ কবজকারী দুইটি সত্তা সাব্যস্ত করা হয়েছে। মৃত্যুক্রে অপছন্দকারী তথা মুমনি বান্দা এবং ও মৃত্যুদান করাক্রে অপছন্দকারী তথা আল্লাহ তাআলার অস্তিত্ব সাব্যস্ত করা হয়েছে।

সারকথা হচ্ছে- ইত্তহোদয়ীদরে এই মতাদর্শ সকল বিবেকবানরে বিবেককে বিকল করে দেয়। সুতরাং তাদের বিপক্ষে আর কী প্রমাণ পেশ করার প্রয়োজন আছে। তারা যে শূবা-সন্দহে দ্বারা বিপথগামী হয়েছে, সেটি দ্বৈতবাদে বিশ্বাসীদের কাছ থেকে ধারকৃত। যারা মনে করেন ঈশ্বর দুইজন- কল্যাণেরে ঈশ্বর ও অনষ্টিরে ঈশ্বর। কল্যাণেরে ঈশ্বর হচ্ছে- আলো। আর অনষ্টিরে ঈশ্বর হচ্ছে- অন্ধকার। তাদের মতে সকল অস্তিত্বশীলরে মূলে রয়েছে এই দুই সত্তা। যখন মানুষেরে ওপর আলো প্রভাব বিস্তার করে তখন মানুষ আলোকিত হয়। আর যখন অন্ধকার প্রভাব বিস্তার করে তখন মানুষ অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়। কিন্তু ইত্তহোদয়ীগণ এ ব্যাপারে উদাসীন ছিলেন যে, এই মতাদর্শেরে মূল বিশ্বাসই তাদের বিপক্ষে। কারণ অন্ধকার আর আলো তো এক জনিসি নয়। অনুরূপভাবে অন্ধকার বা আলো যে সত্তার ওপর প্রভাব বিস্তার করে সেটোও তো আলাদা একটি সত্তা। [ইমাম শাওকানী এর কাতবুল ওলিআলা হাদসিলি ওলি গ্রন্থ হতে গৃহীত, পৃষ্ঠা ৪১৯-৪২১]

আল্লাহই ভাল জানেন।